বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা

৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০১২

সম্পাদকীয়

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য উন্নয়ন-বিশেষ করে নারী, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে সেবা সহায়তা কাঠামোর ভিত্তি সুদৃঢ় করে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে এসে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ০২ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের জারীকৃত রিজুলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ০৪ আগষ্ট ২০০৫ তারিখে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। এসব কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি সরবরাহ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, মাদক, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, যৌতুক, বাল্য ও বহু বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিএনএফ এবং এর সহযোগীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত এনজিও বা সিবিওদের মধ্যে কেবল অনুদান বা গ্র্যান্টস প্রদান করে থাকে। এ সব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে গত অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০১১ সময়কালের বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা ৮ম সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তার চলতি সংখ্যা সম্পর্কে সকলের পরামর্শ ও মন্তব্য পেলে আগামীতে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে।

চেক বিতরণ

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সাধারণত ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে সহযোগী সংস্থার মধ্যে চেক বিতরণ করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে চেক বিতরণ করা হয়।

গত ১৫ মার্চ ২০১২ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহীদের মধ্যে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ কিস্তি অনুদানের চেক প্রদান করেন।

গত জানুয়ারি ২০১২ হতে মার্চ ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ৫টি সভায় ১৫২টি এনজিও-কে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ কিস্তির চেক প্রদান করা হয়। চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত থেকে এনজিও-র প্রধান নির্বাহীদের নিকট চেকগুলো হস্তান্তর করেন।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার মৌসুমী সংস্থা নামক এনজিও 'প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সংস্থাটি দরিদ্র, প্রান্তিক, নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্যগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আওতায় রোগের ব্যবস্থাপত্র ও অতিদরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেছে। তাছাড়াও অবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, যৌন বাহিত রোগ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, এইচআইভি/এইডস ও হেপাটাইটিস ভাইরাস সংক্রামক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

মৌসুমী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পে নওগাঁ সদর, রাণীগঞ্জ ও বদলগাছী উপজেলার ৭০-৮০ টি গ্রামে ২৫টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে অতি দরিদ্র চাতাল শ্রমিক, ইট ভাটার শ্রমিক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী কে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। ১ জন দক্ষ প্যারামেডিক ও ১ জন জুনিয়র প্যারামেডিকের পাশাপাশি ২ জন বৈতনিক স্বাস্থ্যকর্মী ও ১০ জন অবৈতনিক

স্বেচ্ছাসেবী কমিউনিটি স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ দানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান ক্যাম্প গুলোতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা- বিপি মেশিন, স্ট্যাথস্কোপ, থার্মোমিটার, সিজার, ব্যান্ডেজ, আর্টারী ফরসেপ, ব্যাগ, এপ্রোন ইত্যাদি প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত জনসচেতনতার লক্ষ্যে লিফলেট, ১টি বিল বোর্ড ও ১০টি সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়।

সংস্থাটি স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে চাতাল শ্রমিক, ইট ভাটার শ্রমিক, কৃষক ইত্যাদি শ্রমজীবী মানুষ যারা সাধারণ অসুখবিসুখে দূরে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারেনা বা চিকিৎসা করার সামর্থ্য নেই, তাদেরকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। ফলে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদেরকে বাড়িতে রেখে সংসারের কাজের মধ্যেই চিকিৎসা সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। এ পর্যন্ত আনুমানিক ৫,০০০ মানুষ চিকিৎসা সেবা পেয়েছে এবং প্রায় ১০,০০০ জন সচেতনতা কর্মক্রম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, পুষ্টি, এইচআইভি/এইডস, হেপাটাইটিস ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জেনে উপকৃত হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার নিয়ম কানুন মেনে চলায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়েছে। এলাকায় পানি ও বায়ু বাহিত অসুখবিসুখ কমেছে। সাথে সাথে চিকিৎসা ব্যয় কমেছে ও মানুষের কর্মক্ষমতাও বেড়েছে। তাদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার মান সহনীয় পর্যায়ে রাখতে ভূমিকা রাখছে।

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসা সেবা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে পাবনা জেলার চাটমোহরে অবস্থিত মানব সেবা উন্নয়ন সংস্থা নামক এনজিও পাবনা জেলায় থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। সংস্থাটি বেজলাইন সার্ভের মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সনাক্ত করে তাদেরকে বিনামূল্যে রক্ত, রক্তের ব্যাগ সেট, ভিটামিন ট্যাবলেট, ফলিসন ট্যাবলেট ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট ইত্যাদি বিতরণ করছে।

থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত ও জিন ঘটিত রোগ। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের দেহে স্বাভাবিকভাবে রক্তে লোহিত কণিকা তৈরি হতে পারে না, সে কারণে রোগীর দেহে রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়। রোগীকে প্রতি মাসে কখনো কখনো প্রতি সপ্তাহে বাইরে থেকে রক্ত নিতে হয়। এ রোগ নির্ণয় করতে হলে রক্ত পরীক্ষাই একমাত্র উপায়। থ্যালাসেমিয়া দুই বাহকের মিলিত সন্তানরাই থ্যালাসেমিয়া রোগের শিকার, তাই দুই বাহক বিয়ে না হলে এ রোগটি চিরতরে নির্মূল করা সম্ভব।

মানব সেবা উন্নয়ন সংস্থা কর্মশালার মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলছে। এখন সহজে রক্তদাতা পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীকে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। স্থানীয় কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে যারা রক্তদাতা পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে। ফলে পেশাদার রক্তদাতার কাছে যাওয়ার

প্রয়োজন হয় না। সংস্থাটি রক্তদাতা পাওয়ার পর রক্ত রাখার ব্যাগ, শরীরে পুশ করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, হাসপাতালে রোগী আনা-নেয়া এবং তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য একজন প্যারামেডিক নিয়োগ প্রদান করেছে।

উপকারভোগীরা সকলে শৈশব থেকেই থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। রোগীদের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবার থেকে আসা। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মানব সেবা উন্নয়ন সংস্থা এ প্রকল্প হাতে নেয়ার পূর্বে নানা রকম টোটকা চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করা হত। এতে বহু রোগী প্রাণ হারায়। সংস্থাটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করায় রোগীর অভিভাবকরা আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে এগিয়ে এসেছে। উপকারভোগীদের শরীরে নিয়মিত রক্ত সঞ্চালন করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের ওষুধ প্রদান করা হচ্ছে। অনেকের শরীরের প্লিহা অতিরিক্ত স্ফীত হয়ে যাওয়ায় তা সার্জারির মাধ্যমে কেটে বাদ দেয়া হয়। ফলে তাঁরা দেহের স্বাভাবিক রূপ ফিরে পেয়েছেন। উপকারভোগীদের সকলেই এখন স্বাভাবিক মানুষের মত জীবন যাপন করতে পারছে। থ্যালাসেমিয়ার মত একটি দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রান্ত রোগীদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার প্রকল্পটি সর্ব মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে দেশের ছোট ও মাঝারি এনজিও গুলো যেন কার্যকরভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে, সেজন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন যথাযথ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম এনজিও কর্মীদের এনজিও সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ফাউন্ডেশন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ঢাকা মহানগরের লালমাটিয়া এলাকার স্থানীয় এনজিও 'ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)' বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচিতে সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন এনজিওতে কাজ করেন এমন ৩২০ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১৪০ জন কর্মীকে নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয় হল ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা, হিসাব ব্যবস্থাপনা, সুপারভিশন ও মনিটরিং, ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ ব্যবস্থাপনা ও সু-শাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ) কর্তৃক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গুলোর অন্যতম হল মাইক্রোফিন্যান্স বা ক্ষুদ্র অর্থায়ন। ক্ষুদ্র ঋণ হল ক্ষুদ্র অর্থায়নের একটি শাখা। যারা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, স্বল্প আয়ের বা আয়হীন ব্যক্তি, যাদের সাধারণত ব্যাংকে গিয়ে ঋণ সহায়তা নেয়ার সুযোগ নেই তাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়।

সংস্থাটি ৪০ জন এনজিও কর্মীকে ক্ষুদ্রঋণ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এর সাহায্যে তাঁরা হিসাব ও ব্যবসা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতিনির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী সম্পাদনা করতে পারছে। সংস্থাটি রেশিও এ্যানালাইসিস কোর্সে ২০ জনকে, সু-শাসন বিষয়ে ২০ জনকে, ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিষয়ে ২০ জনকে, সুপারভিশন ও মনিটরিং বিষয়ে ৪০ জনকে ও ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁদের নিজেদের সংস্থার সাংগঠনিক উন্নয়ন ও সামর্থ্য অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্থিক অনিয়ম রোধ ও সঠিক ভাবে আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারছে। দারিদ্র্য বিমোচনে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অবদান রেখে সরকারের দারিদ্র্য নিরসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

আদিবাসী কাওরা সম্প্রদায়ের উন্নয়ন

নাইস ফাউন্ডেশন বিগত পাঁচ বছর ধরে কাওরা সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় এসব সুবিধা বঞ্চিত কাওরা ও ঋষি সম্প্রদায়ের নারী সদস্যদের সংগঠিত করে নিয়মিত সভার মাধ্যমে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও জীবিকায়নের উন্নয়ন, সুস্থ পরিবেশ বজায় রেখে শুকর পালন এবং শুকরের প্রজনন সেবা সুযোগ সৃষ্টিসহ মৌলিক শিক্ষার প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে সংস্থাটি ২টি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেছে। এ শিক্ষা কেন্দ্র খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলাধীন আড়ংঘাটা গ্রামের এবং ডুমুরিয়া উপজেলাধীন সলুয়া গ্রামের ২৫ জন করে মোট ৫০ জন শিক্ষা বঞ্চিত কাওরা নারী সদস্য শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। পরবর্তীতে নতুন করে ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য আরো দুটি মৌলিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠদান করার ফলে বর্তমানে সবাই ভালোভাবে বাংলা পড়তে ও লিখতে পারছে। তাছাড়া তারা নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় হিসাব নিকাশ অন্যের সহযোগিতা ছাড়াই করতে পারছে। সবচেয়ে বড় কথা মায়েরা তাঁদের সন্তানদের প্রাক-প্রাথমিক স্কুলের পড়ার ধারণা প্রদানে সক্ষমতা অর্জন করেছেন। ফলে তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তাঁদের দেখে গ্রামের অন্যরাও উৎসাহী হচ্ছেন।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে প্রকল্প এলাকার ৬৫ জন সদস্যকে তিন দিন ব্যাপী পশু পালন, রোগ বালাই নিরোধ ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডুমুরিয়া ও দিঘলিয়া উপজেলার প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পশু পালনে করণীয় বর্জনীয় সহ রোগ প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশদভাবে ধারণা লাভ করে।

এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে গৃহপালিত পশু পাখির টিকাদান কৌশল শেখানো হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ৪৭ জন উপকারভোগীকে ৪৭টি শুকর ছানা এবং ১৮ জনকে ১৮টি ছাগল ছানা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। শুকরের প্রজননের সুবিধার্থে আড়ংঘাটায় বিএনএফ এর অর্থায়নে একটি শুকর প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এখানে সব সময় ৪/৫ টি পুরুষ শুকর থাকে, যার ফলে খোঁয়াড়ে বিনামূল্যে প্রজনন সুবিধা নিতে পারে। উপকারভোগীরা প্রজনন কেন্দ্রের মাধ্যমে শুকরের বংশ বিস্তারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে

আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। অনেকের ছাগল হতে একাধিক বাচ্চা হওয়ায় তিন চারটি ছাগলের গর্বিত মালিক হয়েছে, কেউ আবার ছাগল বিক্রি করে গরুর মালিক হয়েছে শুকর বিক্রি করে জমি লিজ নিয়ে তাতে ফসলের আবাদ করে জীবিকায়নে উন্নয়ন ঘটিয়েছে। অন্য একজন শুকর বিক্রি করে বাড়িতে মুরগীর খামার দিয়ে পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা এনেছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় ৩০ জন সদস্যকে তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে ৩০ সেট স্যানিটারী ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার ও এর প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুর যত্ন বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা লাভ করে। প্রশিক্ষণ শেষে উপকারভোগীরা বাড়িতে স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করে। ফলে তাঁরা পারিবারিকভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সচেতন হচ্ছেন।

বিএনএফ এর সহায়তায় সংস্থাটি কাওরা সম্প্রদায়ের জীবিকায়ন উন্নয়নে সমাজের করণীয় এবং অতিদরিদ্র সংখ্যালঘুদের স্বাস্থ্য ও অধিকার রক্ষায় সুশীল সমাজের করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি কাওরা সম্প্রদায়ের সদস্যদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে এনজিওদের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা / সেবা প্রাপ্তির আশ্বাস প্রদান করেন।

উপকূল অঞ্চলের দরিদ্র মহিলাদের আয়বর্ধক কর্মসূচি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন ঘেঁসা উপকূলবর্তী শ্যামনগর উপজেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় নকশীকাঁথা নামীয় এনজিও দরিদ্র মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা ইত্যাদি কারণে এ এলাকার মানুষেরা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বেশী উন্নতি করতে পারেনি। মহিলাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাই সংস্থাটি এখানকার দরিদ্র, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা ও বাঘে ধরা মহিলাদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ যেমনঃ দর্জি, ব্লক-বাটিক, সূচিশিল্প ও প্যাকেট তৈরির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তুলছে। এছাড়াও গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে সংস্থাটি প্রথম পর্যায়ে ২টি সমান কিস্তিতে ৩ লক্ষ টাকার অনুদান প্রাপ্ত হয়। এ কর্মসূচির আওতায় সংস্থাটি দর্জি প্রশিক্ষণ, সূচী শিল্প, ব্লক বাটিক এবং প্যাকেট তৈরি-এ ৪টি ট্রেডে যথাক্রমে ২৫ জন, ৬০ জন, ৪০ জন এবং ৪০ জন অর্থাৎ মোট ১৬৫ জন দরিদ্র মহিলাকে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর পূর্বে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের নিয়ে একটি প্রকল্প অবহিতকরণ সভাও করা হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণ শেষে উপকারভোগীদের নিয়ে ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠান এবং শ্যামনগর উপজেলা মিলনায়তনে একটি হস্ত-শিল্প মেলার আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২০ জন হত দরিদ্র মহিলাকে পুঁজি হিসেবে ১,০০০ টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংস্থাটি বিএনএফ থেকে ২টি সমান কিস্তিতে ৪ লক্ষ টাকার অনুদান প্রাপ্ত হয়ে প্রশিক্ষণের জন্য কম্পিউটার, মডেম ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় করে ৪০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়াও ২০ জনকে দর্জি প্রশিক্ষণ ও ২০ জনকে সূচী প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের (বিএনএফ) আর্থিক সহযোগিতায় সংস্থাটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জন শক্তিতে পরিণত করছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁরা বিভিন্ন তথ্য জানতে পারছে। তাছাড়া প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলারা বিভিন্ন ধরনের পোষাক তৈরি করে মজুরী হিসেবে অর্থ উপার্জন করছেন।

সূঁচি শিল্প ও ব্লক বাটিক সম্বলিত শাড়ি, থ্রি-পিচ, বিছানার চাদর, বালিশের কভার, রুমাল, পাঞ্জাবী, ফতুয়া ইত্যাদি তৈরি করছে। বাজারে এসব জিনিসের বেশ চাহিদা আছে। প্যাকেট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলারা প্যাকেট তৈরি করে বিভিন্ন দোকান ও হোটেলে সরবরাহ করে অর্থ উপার্জন করছেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলারা এখন নিজেদের পারিবারিক দারিদ্র্য দূর করতে সচেষ্ট হচ্ছেন। তাঁরা সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হচ্ছেন। যা পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে ও পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

বিএনএফ এর পরিচালনা পরিষদের ৫৬ তম সভা

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সভা কক্ষে পরিচালনা পরিষদের ৫৬তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস। সভায় ফাউন্ডেশনের ৫৫তম সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। ৫৬তম সভায় একজন মনিটরিং উপদেষ্টা তালিকাভুক্ত করা হয় এবং ফাউন্ডেশনের চাকুরেদের গোষ্ঠী বীমা চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে অন্তর্ভুক্তি করত ১৯ জনের পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়েছে। তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শনের পর এনজিওর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অফিস ব্যবস্থাপনা ও অনুদানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করত সংশিষ্ট এনজিও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে ফাউন্ডেশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেন। বর্ণিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশনের পরবর্তী কিস্তি প্রদান অথবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এব যাবৎ ৯৪১টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। তন্মেধ্যে ২০৩টি সহযোগী সংস্থাকে দ্বিতীয়বার পরিবীক্ষণ করা হয়েছে ৯৪১টি সহযোগী সংস্থা পরিবীক্ষণের ফলাফল নিম্নের চিত্র থেকে সুস্পষ্ট হবেঃ

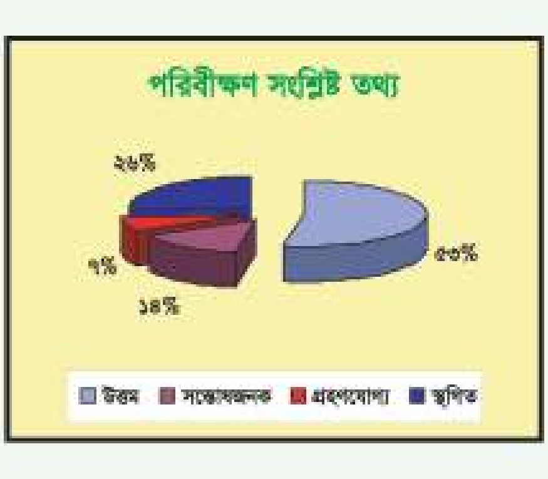

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সুনামগঞ্জ জেলা সফর

ব্যবস্থাপনা পরিচালক গত ১৬ জানুয়ারি ২০১২ তারিখ সকাল ০৮-০০ টায় অফিসের জীপ যোগে সুনামগঞ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে বেলা ০৪-৩০ টায় সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলা সদরে গ্রামীণ জনকল্যাণ সংসদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমী নামক প্রতিষ্ঠানে পৌছান এবং অবস্থান করেন।

গত ১৭ জানুয়ারি ২০১২ তারিখ সকাল ১০-০০ টায় দিরাই -এ বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত "নারী শিক্ষা" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন। আলোচনা সভায় সুনামগঞ্জ এবং সিলেটের কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে বক্তব্য পেশ করেন। এলাকায় ১৭২ জন সুবিধা বঞ্চিত বা এতিম মেয়েকে বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমি আবাসিক সুবিধাসহ লেখাপড়ার জন্য যাবতীয় ব্যয় বহন করছে। আবাসিক সব কন্যা শিশুকে মান সম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য বর্তমানে ১৬ জন আবাসিক শিক্ষিকা রয়েছেন এবং তাঁরা ৩য় শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছেন। বিগত শিক্ষা বছরে একাডেমীর যে ক'জন মেয়ে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছে তাদের সকলেই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি অবহিত হন যে, আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় ১৬ জন বালিকা অংশ গ্রহণ করবে এবং তারা সবাই ভাল ফলাফল করবে। একাডেমী জানায় যে, এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তারা পর্যায়ক্রমে এইচ এস সি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত বিনা খরচে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে।

বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমী এ যাবৎ গ্রামীণ জনকল্যাণ সংসদের প্রতিষ্ঠাতা তথা বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা জনাব জামিল চৌধুরীর ব্যক্তিগত অর্থায়নে চালানো হচ্ছে। বর্তমানে সরকার, এলাকার প্রবাসী এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে এরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এরূপ প্রায় ৩,০০০ কন্যা শিশুকে ১ম শ্রেণী থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে একাডেমীর স্থাপনা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোচনা শেষে সুনামগঞ্জ সদরের উদ্দেশে দিরাই ত্যাগ করে বিকেল ০৩-০০ টায় সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউসে উপস্থিত হন এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ৪ সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সঙ্গে সভায় মিলিত হয়ে তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাঁদের অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হন এবং ভালোভাবে কার্মসূচি বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে আরও কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক আলাপ করেন। সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রধান নির্বাহীবৃন্দ অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করত জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে আরও কাজ করার সুযোগ প্রদানের অনুরোধ জানান। সভা শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউসে অবস্থান করেন। তিনি ১৮ জানুয়ারি ২০১২ তারিখ সকাল ০৮-০০ টায় ঢাকার উদ্দেশে সুনামগঞ্জ ত্যাগ করেন এবং সন্ধ্যে ০৬-৩০ টায় ঢাকায় পৌছান।

নার্সারি, বৃক্ষরোপণ এবং ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে প্রটেকশন টীম ফর সোসাইটি দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার সাইতাড়া ও সাতনালা ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামে নার্সারি স্থাপন, বৃক্ষরোপণ, ভূমি আইন ও ভূমি অধিকার এবং উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া তারা 'জমি' নামের কৃষি বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও বিনামূল্যে বিতরণ করছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর নিকট থেকে ২টি সমান কিস্তিতে ২ লক্ষ টাকার অনুদান প্রাপ্ত হয়ে সংস্থাটি .৫০ শতক জমি লিজ নিয়ে ২টি নার্সারি স্থাপন করে। নার্সারিতে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের সর্বমোট ৮৯,২৫০টি চারা উৎপাদন করা হয়। বিভিন্ন প্রজাতির উৎপাদিত চারা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং গরীব ব্যক্তিবর্গকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ ও ঈদগাহ সহ মোট ২০টি প্রতিষ্ঠানকে ৫,২৭৪ টি এবং ১,১১৭ জন গরীব , দুস্থ ও অসহায় ব্যক্তিকে ৭১,৩৩৬ টি চারা বিতরণ করা হয়। তাছাড়া ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলাদের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পতিত জায়গায় গাছ লাগানোর জন্য সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়। তাছাড়া 'বৃক্ষ রোপণ, ঔষধি বৃক্ষ এবং বিশ্ব পরিবেশে বাংলাদেশ' শীর্ষক ১টি সেমিনার আয়োজন করে যার প্রধান অতিথি ছিলেন চিরিরবন্দর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মুহম্মদ মোশারফ হোসেন এবং বিশেষ বক্তা ছিলেন হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মোঃ শোয়েইবুর রহমান।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে পরবর্তীতে আরও ২টি সমান কিস্তিতে ৫ লক্ষ টাকার অনুদান পেয়ে সংস্থাটি একই কর্ম এলাকার ১৯টি গ্রামে ১৮০ জন কৃষককে নিয়ে ৯টি দল গঠন করে। স্থানীয় কৃষি বিভাগের কারিগরী সহায়তায় কৃষি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনা করা হয়। প্রান্তিক ও ভূমিহীন ৪৮০ জন কৃষককে বিনামূল্যে বীজ ও চারা বিতরণ করা হয়। সংস্থাটি স্থানীয় কৃষি তথ্য ও আধুনিক কৃষি তথ্য কৃষকদের সরবরাহ করার জন্য প্রতি মাসে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। কর্মএলাকায় ভূমিহীন জনগোষ্ঠী কে নিয়ে ৪২টি ভূমিহীন উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে। সংস্থাটি খাস জমি প্রাপ্তি, ভূমি আইন ও ভূমি অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমের সচেতনতা সৃষ্টি করছে। সংস্থাটি প্রকৃত ভূমিহীনদেরকে খাস জমি ও জলাভূমি লিজ পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা প্রদান করে।

দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাদের চাষাবাদের কোন জমি ছিল না তারা বাড়ীর সাথে ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগিয়ে কয়েক বছরের মধ্যে মোটা অংকের পুঁজি গঠন করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। ঔষধি ও ফলজ গাছ লাগনোর ফলে এলাকায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিহীন ভেষজ ঔষধ ব্যবহার বেড়েছে এবং পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূমি অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির ফলে ভূমিহীন কৃষকরা খাস জমি বন্দোবস্ত পাচ্ছে। প্রকল্পগুলো কর্মএলাকার দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কিরূপ প্রভাব পড়ছে তার ইম্প্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে ১০৪৭টি সহযোগী সংস্থা সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, কৃষি, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন,এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টিকরণ, গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টিকরণ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টিকরণ, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন, নিরাপদ সড়ক, মাদক বিরোধী প্রচারণা ও মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ ও আয়বৃদ্ধিমূলক নানাবিধ কার্যক্রমসহ সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কিরূপ প্রভাব পড়ছে তা মূল্যায়নের জন্য বিসিএল এ্যাসোসিয়েটস লিঃ কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল। বিসিএল এ্যাসোসিয়েটস লিঃ দেশের ৭টি বিভাগে গত ০১ আগস্ট ২০১১ হতে ৩০ নভেম্বর ২০১১ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ সমাপ্ত করেছে।

সংস্থাটি গত ২৫/০১/২০১২ তারিখে মূল্যায়নের খসড়া প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করে। উপস্থাপনের সময় ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের সিনিয়র নির্বাহী কর্মকর্তা, কয়েকজন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা, নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিসিএল এর পক্ষ থেকে হেড অব সেন্টার, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ও প্রজেক্ট এক্সপার্ট। প্রতিবেদন হতে প্রতিভাত হয় যে, স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকারভোগীদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের মাধ্যমেও উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। প্রতিবেদনটি বর্তমানে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ

অনুদানপ্রাপ্ত সহযোগী এনজিওসমূহ দক্ষতা, উপযুক্ততা ও সুব্যবস্থাপনার সাথে যাতে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে সে বিষয়টির প্রতি অত্র ফাউন্ডেশন যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। সহযোগী এনজিওগুলোর অধিকাংশই ছোট এবং কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। সেজন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত ৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী এনজিও গুলোর প্রধান নির্বাহী, হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী ও মাঠ কর্মীদেরকে হিসাবরক্ষণ/তহবিল ব্যবস্থাপনা, Monitoring & Evaluation, Organizational Development & Management এবং Orientation on Development Package & Way of Implementation বিষয়ের উপর এ যাবৎ ২,০০০ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গত ১২-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে সহযোগ সংস্থার ২৫ জন প্রধান নির্বাহীকে Monitoring & Evaluation বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সুস্থ মা, সুস্থ সন্তান

সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন।

বিএনএফ নিউজ লেটার
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)
৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৮৮৮১১৬, ৯৮৮০২৩০, ৯৮৮৩১৩৯
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৮৮৩৭১৪৯
ই-মেইল: bnf@ngofoundation.org.bd
ওয়েব : www.ngofoundation.org.bd

বুক পোস্ট